সোনামুখ পরিবার

ওয়াসেক আলী শিক্ষা প্রকল্প ও সখিনা আলী সেবা প্রকল্প

গ্রামঃ আন্দুলিয়া, ডাকঘরঃ শাহপুর,
ডুমুরিয়া, খুলনা।

স্থাপিতঃ ১৯৯২ সাল

প্রতিষ্ঠাতাঃ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি এ এম হরুনার রশিদ ও পুলিশ কর্মকর্তা এ এম কামরুল ইসলাম। সাং- আন্দুলিয়া, ডাকঘর- শাহপুর, উপজেলা- ডুমুরিয়া, জেলা- খুলনা।

নামকরণঃ খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলাধীন বিখ্যাত বিল-ডাকাতিয়ার কূলে ঐতিহ্যবাহী আন্দুলিয়ার গ্রামের আকুঞ্জী বাড়ির সন্তান বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি এ এম হরুনার রশিদ ও পুলিশ কর্মকর্তা এএম কামরুল ইসলামের পিতা মানব দরদী মুক্তিযোদ্ধার প্রতিস্তুতিলগ্নে রাজাকারদের হাতে নির্মমভাবে শাহদাতবরণকারী ওয়াসেক আলী আকুঞ্জীর অমর স্মৃতি স্মরণে নামকরণ করা হয়। পরবর্তীতে উভয় প্রকল্পকে সার্বজনীন করার লক্ষ্যে সোনামুখ পরিবার নামকরণ করা হয়।

লক্ষ্য ও উদ্যেশ্যঃ প্রাথমিকভাবে উত্তর ডুমুরিয়ার ৪টি ইউনিয়নের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মানোন্নয়নে ও সম্প্রসারণের কর্মকান্ড শুরু হয়। পরবর্তীতে এর কার্যক্রম ও কর্মএলাকা সমগ্র ডুমুরিয়া উপজেলার ১৪টি ইউনিয়নের মধ্যে সম্প্রসারিত হয়। মুখ্য উদ্যেশ্য হলো অর্থের অভাবে যেসব দরিদ্র মেধাবি ছাত্রছাত্রি শিক্ষা জীবন থেকে ঝরে পড়ে তাদের শিক্ষা সহায়তা প্রদান করে তাদের শিক্ষিত করা। বর্তমানে এর পরিধি ও কার্যক্রম প্রসার লাভ করে পার্শবতী ফুলতলা উপজেলা, খুলনা মহানগরীসহ সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

পরিচালনাঃ একজন পরিচালক, একজন নির্বাহী সম্পাদক ও একজন হিসাব রক্ষকসহ মোট ১৩ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটির মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালিত হয়।

গঠনতন্ত্রঃ পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক প্রণিত গঠনতন্ত্রের মাধ্যমে প্রকল্পদুটি পরিচালিত হয়। সময় ও কাজের সুবিধায় গঠনতন্ত্র এখনও অলিখিত অবস্থায় আছে।

অর্থায়নঃ প্রতিষ্ঠাতা ভ্রাতৃদ্বয় প্রকল্পে বিনিয়োগকৃত নিজস্ব পুঁজি দ্বারা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

ব্যাংক হিসাবঃ শিক্ষা ও সেবা দু'টি ব্যাংক একাউন্ট আছে। এই দুটি একাউন্টের মাধ্যমে আয়-ব্যয় নির্বাহ হয়। সোনামুখ পরিবার বি,এল কলেজ শাখার নামে আরো একাউন্ট খোলা হয়েছে।

অফিস ব্যবস্থাপনাঃ শাহপুর বাজারে ভাড়া করা অফিস কক্ষে সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বর্তমানে আন্দুলিয়া ও বয়রা আরো দুটি শাখা অফিস খোলা হয়েছে। বয়রা শাখাটি দৌলতপুর থেকে স্থানন্তরিত করে বয়রাতে নেওয়া হয়েছে। পর্যায়ক্রমে আরো অফিস খোলার চিন্তাভাবনা চলছে।

আসুন সোনামুখ পরিবারে আমার অভিজ্ঞতা ও সোনামুখ পরিবারের কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু কথা জেনে আসি.....!!!

শিক্ষা প্রকল্পের কার্যাবলিঃ

০১। দরিদ্র ও মেধাবি ছাত্র ছাত্রিদের শিক্ষা সহায়তা ঃ

শিক্ষা জীবন থেকে ঝরে পড়া হত দরিদ্র মেধাবি ছাত্রছাত্রিদের প্রকল্পের আওতায় / তত্ত্বাবধানে শিক্ষা খরচসহ যাবতীয় খরচ বহন করা হয়। অর্থের অভাবে শিক্ষা জীবন থেকে যেন অকালে কেউ ঝরে না যায় মূলত সে লক্ষ্যকেই সামনে রেখে প্রকল্পটির মুখ্য কার্যক্রম। দরিদ্র ও মেধাবি ছাত্র ছাত্রিদের এককালীন ও মাসিক আর্থীক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষা জীবন সচল রাখার এ মহৎ কাজ করে আসছে প্রকল্পটি। গরিব মেধাবি শিক্ষার্থীদের আবেদনের ভিত্তিতে যাচাই বাছাইপূর্বক প্রকৃতদের খুঁজে বের করে শিক্ষাস্তর ভিত্তিক এসএসসি, এইচএসসি পলিটেকনিক, ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল, অর্নাস ও মাষ্টার্স ডিগ্রির বিভিন্ন পর্বে ভর্তি ফি ও পরীক্ষার ফি প্রদান করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে হতদরিদ্র শিক্ষার্থীদের শ্রেণি পাঠ্যবই ক্রয় করে দেয়া হয়। প্রয়োজনবোধে শিক্ষা উপকরণ/ আসবাবপত্র ঘড়ি স্কুল ড্রেস, ক্রিড়া সামগ্রী স্কুল ভ্যান প্রদান করা হয়ে থাকে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক আন্তঃ স্কুল কলেজ সাহিত্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন ও পুরস্কার প্রদান।করা হয়। পাশা পাশি ছাত্র-ছাত্রীদেও মানবিক শিক্ষা দেওয়া হয়। কখনও কখনও এলাকাভিত্তিক/প্রতিষ্ঠানভিত্তিক নানাবিধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়।

০২। গুণিজন সংবর্ধনা ও পুরস্কারঃ

বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভাল কাজে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষা, সমাজসেবা, কৃষি, শ্রেষ্ঠ অভিভাবক, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, শিল্পী, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, ব্যবসায়ি, শ্রেষ্ঠ মা সহ বিভিন্ন স্তরের বিশেষ কীর্তিবানদের সংবর্ধনা ও পুরস্কার প্রদান করা হয়। এসএসসি এইচএসসি দাখিল পরীক্ষার ভালো ফলাফল প্রাপ্তদের সংবর্ধনা ও পুরস্কার প্রদান।

০৩। সোনামুখ পত্রিকা প্রকাশনাঃ

ছাত্র ছাত্রিদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকশিত করার লক্ষ্যে নিয়মিত সোনামুখ পত্রিকা প্রকাশ করা হচ্ছে। ১৯৯৫ সালে প্রথমে অনিয়মিতভাবে পরে ত্রৈ-মাসিক হিসেবে প্রকাশিত হত। ২০১১ সালের ২৬ মার্স থেকে মাসিক ৮ পৃষ্ঠা হিসেবে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাই মূলত সোনামুখের লেখক। ডাকযোগে ও সরাসরি পত্রিকাটি বিনামূল্যে লেখক ও সুধিজনদের মাঝে বিতরণ করা হয়ে থাকে। প্রতিমাসে লেখায় উদ্বুদ্ধকরণ সভার মাধ্যমে যেকোন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে বর্ধিত হারে পত্রিকা বিতরণ করা হয়। শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে লেখক লেখিকা সংবর্ধনা ও পুরস্কার প্রদান করা হয়। মাঝে মাঝে সোনামুখ পত্রিকা থেকে শ্রেষ্ঠ লেখা নিয়ে বাৎসরিক সংকলন প্রকাশ করা হয়।

০৪। সোনামুখ কম্পিউটার ইনষ্টিটিউটঃ

তথ্য প্রযুক্তির প্রসার ঘটাতে ও দরিদ্র পরিবারের ছেলে মেয়েদের কম খরচে (দরিদ্রদের বিনা খরছে) কম্পিউটার শেখার জন্য ওয়াসেক আলী শিক্ষা প্রকল্প'র পরিচালনায় ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সোনামুখ কম্পিউটার ইনষ্টিটিউট। এটি বাংলাদেশ কারিগরি বোর্ড অনুমোদিত। অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের দ্বারা নামে মাত্র খরচ নিয়ে প্রশিক্ষণ শেষে বাংলাদেশ কারিগরি বোর্ড এর অধিনে পরীক্ষার মাধ্যমে উত্তীর্ণদের সরকারি সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

০৫। সোনামুখ সততা শপিংঃ

প্রথম আলো

বিক্রেতা ছাড়াই দোকানটি চলছে পাঁচ বছর ধরে

আগামি প্রজন্মকে সৎ ও আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ধামালিয়া লিটল ফ্লাওয়ার কিন্ডার গার্টেন চালু করেছে সোনামুখ সততা শপিং। এখানে বিক্রি হয় শিক্ষা উপকরণ। শুধু জিনিসের গায়ে নির্দিষ্ট মূল্য লেখা আছে। ঐ মূল্য নির্দিষ্ট বাক্সে রেখে কোমল মনের শিশুরা ক্রয় করে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ। সোনামুখ সততা শপিংএ কোন দোকানদার থাকেনা। এখানে নেইল কাটার, স্কেল, পেন্সিল, কলম, খাতা, রাবারসহ শিশুদের ব্যবহার ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হয়। জিনিসের গায়ে লেখা নির্দিষ্ট মূল্য বাক্সে রেখে শিশুরা এসব উপকরণ ক্রয় করে থাকে। শুধু সকল ছাত্র-ছাত্রী নিজের প্রয়োজন মত দ্রব্যসামগ্রী কিনতে পারে। বড়দের কেনার কোন সুযোগ নেই। এ দোকানে ফেরত দেবার ব্যবস্থা নেই, শুধু মাত্র ছাত্র ছাত্রিরা ক্রয় করতে পারবে। প্রত্যেকটি জিনিস ক্রয় মুল্যে বিক্রয় করা হয়। সোনামুখের প্রতিষ্ঠিত এই সততা শপিং বর্তমানে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারী ভাবে দুদকের মাধ্যমে চালু হয়েছে।

০৬। গাভী প্রদান কর্মসূচিঃ

শিক্ষা সেবার পাশাপাশি ওয়াসেক আলী শিক্ষা প্রকল্প'র এক ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ গরিব শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের দেয়া গাভী পালন কর্মসূচি। সন্তানদের স্কুলে পড়াশুনা করানোর শর্তে গাভী প্রদান করা হয়। প্রকল্প'র গাভী পাওয়া প্রতিটি পরিবার এখন দেখছে আলোর মুখ। গরিব ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার ভবিষ্যৎ পুঁজি ও আর্থীক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী করতে প্রকল্পটি বিনামূল্যে গাভী প্রদান করছে। গরিব ছাত্র ছাত্রির অভিভাবকদের পর্যায়ক্রমে এ পর্যন্ত ১২০০ টি বকনা গরু প্রদান করা হয়েছে। কর্মসূচির আওতাধীন এলাকায় গাভী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। প্রদর্শনীতে শ্রেষ্ঠ গাভী পালনকারিদের আরও উৎসাহ দেয়ার জন্য পুরস্কৃত করা হয়। কিছু পরিবার এই প্রকল্পের গাভী পালন করে কয়েকটি গাভীর মালিক হয়ে সন্তানদের লেখাপড়া করাচ্ছে।

০৭। মাদক বিরোধি কার্যক্রমঃ

বর্তমান সমাজের আনাচে কানাচে ঢুকে পড়েছে জীবন বিধ্বংসী মাদক। মাদকের ছোবলে পড়ে তরুণ যুব সমাজ আজ বিপদগামী হচ্ছে। নেতিবাচক ফ্যাশনের অন্ধ অনুকরণ এবং অপসাংস্কৃতির আগ্রাসন অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি এর পেছনে বেশি কাজ করছে। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের অভাব আর নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে সব কিছুই যেন অপ্রতিরোধ্য হয়ে পড়েছে। তাছাড়া সমাজেও এসেছে কাঠামোগত পরিবর্তন। তাই শিক্ষা ও সেবার পাশাপাশি ওয়াসেক আলী শিক্ষা প্রকল্প, সখিনা আলী সেবা প্রকল্প এবং মাসিক সোনামুখ পত্রিকা হাতে নিয়েছে মাদক বিরোধী কার্যক্রম। এ লক্ষ্যে খুলনা জেলার ডুমরিয়া থানার ১৪টি ইউনিয়নে সোনামুখ পত্রিকার লেখক লেখিকা ও প্রকল্প দুটির সুবিধা ভোগীদের সমন্বয়ে কমিটি গঠনের মাধ্যমে নানা কর্মসুচি হাতে নিয়েছে। উক্ত কমিটি এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তির সমন্বয়ে সর্বগ্রাসী মাদকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও গণসচেতনতা গড়ে তোলার কাজ করছে। তাছাড়া সংগঠনটি মাদক বিরোধি মনোগ্রাম সম্বলিত টি-শার্ট ও মগ প্রদান, র‍্যালী, আলোচনা, ব্যানার, সোনামুখ পত্রিকায় মাদক বিরোধি লেখা প্রকাশ ও নাটক প্রচার হয়।

০৮। সোনামুখ বীজ উৎপাদন কেন্দ্রঃ

কৃষিতে বিপ্লব সৃষ্টির লক্ষ্যে ওয়াসেক আলী শিক্ষা প্রকল্পের পরিচালনায় আন্দুলিয়া প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সোনামুখ বীজ উৎপাদন কেন্দ্র। চাষিদের কাজের মানোন্নয়ন ও অধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে বিনামূল্যে বীজ, সার ও কীটনাশক বিতরণ করা হয়ে থাকে। পানি সেচের জন্য স্যালো মেশিন স্থাপন, খাবার পানির জন্য গভীর নলকূপ বসানো, যাতায়াতের জন্য বিল ডাকাতিয়ায় রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। একটি পরিচালনা পরিষদের মাধ্যমে আন্দুলিয়া মাঠ সংলগ্নে অফিসের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

০৯। ধর্ম ও মানবতা বিষয়ক সেমিনারঃ

ধর্মীয় আলোকে জীবন পরিচালিত করার লক্ষ্যে আন্দুলিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ও এলাকর বিভিন্ন স্থানে ধর্ম ও মানবতা শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সাপ্তাহিক ও মাসিক অনুষ্ঠিত সেমিনারে বিশিষ্ট বক্তাদের আলোচনার মাধ্যমে জনসাধারণের ধর্মীয় আলোকে জীবন চলার পথকে প্রশস্ত করা হয়ে থাকে। বিশেষ করে প্রতিষ্ঠাতা এ এম হারুনার রশিদ তার লব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে এই কর্যক্রম চালিয়ে আসছেন। প্রতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল অংশগ্রহনকারীদের খাবার ব্যাবস্থাও থাকে।

১০। ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ ক্লাবঃ

এলাকার ছেলে মেয়েদের ইংরেজি ভাষায় দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য প্রকল্প দুটির কার্যালয়ে ছয় মাসের মেয়াদি ইংলিশ স্পিকিং কোর্স পরিচালনা করা হয়। একজন দক্ষ প্রশিক্ষকের মাধ্যমে সপ্তাহে দুদিন বিনামূল্যে শিক্ষার্থীরা দ্রুত ইংরেজি বলার কার্যকর ও সরল কোর্সে অংশ গ্রহণের সুযোগ পেয়ে থাকে।সম্প্রতি সরকারি বিএল কলেজে সোনামুখ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব চালু করা হয়েছে।

১১। নাটুকে সোনামুখঃ

এটি সোনামুখদের একটি বিনোদনমূলক শিক্ষা সংগঠন। দক্ষ প্রশিক্ষক দ্বারা নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের বিনা খরচে সংগীত, আবৃত্তি, নৃত্য শিল্পী তৈরি করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এই দলটির অভিনীত নাটক সোনামুখের দেশে, সোনামুখ চাবি ও সোনামুখ পুতুল বিভিন্ন স্থানে মঞ্চস্থ হয়েছে। নাটকগুলি রচনা করেছেন সোনামুখের প্রতিষ্ঠাতা এ এম কামরুল ইসলাম।

১২। সোনামুখ বার্ডস ক্লাবঃ

শিক্ষা সেবার পাশাপাশি নতুন যোগ হয়েছে পাখিদের নিরাপদ আবাস তৈরির কাজ। সোনামুখের প্রতিষ্ঠাতা এ এম কামরুল ইসলাম মানিকগঞ্জ জেলা সহকারি পুলিশ সুপার থাকাকালিন মানিকগঞ্জ সদর, সাঠুরিয়া, সংগাইড়সহ বিভিন্নস্থানে তৈরি করেন পাখিদের নিরাপদ আবাস। বিশেষভাবে মাটির পাত্র তৈরি করে ঝুলিয়ে দিয়েছেন গাছে গাছে। সেখানে বাসস্থান গড়ে তুলেছে নানা জাতের পাখি। ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ যমুনা টেলিভিশনে তা ফলাও করে দেখানো হয়। বর্তমানে ওয়াসেক আলী শিক্ষা প্রকল্পাধীন সোনামুখ বার্ডস ক্লাব গঠন করে এলাকায় পাখি রক্ষার কাজে মনোনিবেশ করেছেন বেশ জোরে সোরে। গত ডিসেম্বর থেকে তার জন্মভূমি আন্দুলিয়া গ্রাম থেকেই পাখিদের নিরাপদ আবাস তৈরি কাজ শুরু করেন। মাটির তৈরি পাখির বাসা গাছে গাছে টানিয়ে পাখি বসবাসের উপযোগী করে তুলেছেন। বিভিন্ন স্থানে সাইন বোর্ড ব্যানার টানিয়ে পাখি নিধনের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করা হচ্ছে। সরকারি বিএওল কলেজ, গুলজান সিটি, আন্দুলিয়া, দেড়ুলি, মধুগ্রাম কলেজ, ভবদহ কলেজসহ কয়েকটি অঞ্চলের গাছে গাছে সহস্রাধিক মাটির তৈরি পাখির বাসা ঝুলানো হয়েছে। পাখিরাও শুরু করেছে বসবাস। এতে প্রকৃতিক সৌন্দর্য আরও শোভিত ও বিকশিত

হচ্ছে। পাখির প্রতি ভাললাগা একটা দিক। আর এই দিকটা হল প্রাণের সাথে প্রাণ মিলিয়ে দেয়া। সকালে পাখির কিচিরমিচির ডাকে ঘুম ভাঙবে। সন্ধ্যায় পাখিরা বাসায় ফিরবে। সৃষ্টি হবে নৈসর্গিক পরিবেশ।

১৩। বৃক্ষরোপণ কর্মসুচিঃ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নে বনায়নের জন্য গাছের চারা প্রদান করা হয়। যার দৃষ্টান্ত হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে ভবদহ মহাবিদ্যালয়। সবুজে সবুজ আর মনোরম পরিবেশে মহাবিদ্যালয়টি সৃষ্টি করেছে দৃষ্টি নন্দন। এ যাবৎ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারী রাস্তার খালি জায়গায় হাজার হাজার গাছ লাগিয়ে পরিচর্যা করা হচ্ছে।

১৪। সোনামুখ বয়স্ক ও বিধবা ভাতা কর্মসূচিঃ

এলাকার বৃদ্ধ/বৃদ্ধা ও বিধবাদের সাহায্যার্থে প্রতিমাসে ভাতা প্রদান করা হয়। প্রায় ২০০ (দুইশত) গরিব বৃদ্ধ/বৃদ্ধা ও বিধবাদের মাসিক ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা করে নিয়মিত ভাতা প্রদান করা হয়।

সখিনা আলী সেবা প্রকল্প

প্রতিষ্ঠাঃ ২০০৫ সাল।

প্রতিষ্ঠাতাঃ এএম হারুনার রশিদ ও এ এম কামরুল ইসলাম ভ্রাতৃদ্বয়।

নামকরণঃ ভ্রাতৃদ্বয়ের স্নেহময়ী মাতা সখিনা আলী স্মরণে 'সখিনা আলী সেব প্রকল্প' নামকরণ করা হয়।

কার্যক্রম পরিচালনা ও অর্থায়নেঃ শিক্ষা প্রকল্পের পরিচালনা ও অর্থায়ন অন্তর্ভুক্ত।

লক্ষ্য ও উদ্যেশ্য ঃ চিকিৎসাসহ মানবিক সেবা কর্ম এলাকাঃ ডুমুরিয়া উপজেলা ব্যাপী।

কার্যবলীঃ হতদরিদ্র রোগির চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী প্রকল্প'র অফিসে সংরক্ষিত ঔষধ প্রদান এবং প্রয়োজনে ঔষধ ক্রয়ে অর্থ প্রদান।

২। জরুরী চিকিৎসা ও অপরেশনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে সম্পূর্ণ অথবা অংশিক সহায়তা প্রদান।

৪। ৩ দিন অথবা সপ্তাহব্যাপী বিনামূল্যে চক্ষু শিবির, অপারেশন, লেন্স প্রদান, এবং চশমা প্রদান।

৫। ৩ মাস ব্যাপী বিনামূল্যে গাইনী চিকিৎসা শিবির আয়োজন।

৬। বেকার মহিলাদের জন্য বেতনভুক্ত প্রশিক্ষকের মাধ্যমে ৩মাস ব্যাপী শেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান ও বিশেষ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের বিনা মূল্যে শেলাই মেশিন প্রদান।

৭। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দরিদ্র মহিলাদের সুদমুক্ত ফেরতযোগ্য পুজিঁ প্রদান।

৮। নিতান্ড় জরুরী বা বিশেষ ক্ষেত্রে কাফন -দাফন, কন্যা দায়গ্রস্থ ও গৃহহীনকে আর্থিক সহায়তা প্রদান।

৯। হত দরিদ্রদের মাঝে শীত বস্ত্র প্রদান।

নিয়মিত মাসিক মিটিং এর মাধ্যমে প্রকল্প দু'টির সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

সোনামুখ পরিবার সরকারি বি এল কলেজ শাখা থেকে পরিচালিত কার্যক্রম সমূহ ঃ

(১)সোনামুখ ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ ক্লাবঃ

ইংরেজি একটি বিদেশি ভাষা হওয়ায় অধিকাংশ মানুষের কাছে এটি অপেক্ষাকৃত একটু কঠিন বলে মনে হয়। সংগঠনের সদ্যসদেরকে নিয়ে ইংরেজিতে অনর্গল কথা বলার পারদর্শী করা, কোন চাকরি বা পেশাগত কাজে ভাইভা বোর্ডে ঘাবড়ে যাওয়া দূর করতে এবং পাশাপাশি উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্য নিয়ে কেউ বিদেশ গমন করতে চাইলে তার চলার পথ সুগম করতে **সোনামুখ ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ ক্লাব** চালিত হয়। প্রতি ব্যাচে প্রায় ২৫/৩০ জন ছাত্র ছাত্রী নিয়ে এ ব্যাচ চালু হয় এবং বিসিএস ক্যাডার (শিক্ষা ক্ষেত্রে) অথবা পেশাদার ইংলিশ ট্রেইনার দিয়ে ক্লাব পরিচালনা করা হয়। গত ২১ জুলাই ২০১৬ তারিখ থেকে ক্লাব চালু হয়ে আসছে এবং বর্তমান পঞ্চম ব্যাচ চলছে ।

(২) সোনামুখ কম্পিউটার প্রশিক্ষন কর্মসূচীঃ

বলা চলে বর্তমান যুগ কম্পিউটার যুগ। কম্পিউটার জ্ঞান ছাড়া বর্তমান কর্মজীবন অনেকটা মূল্যহীন। আজকাল চাকুরির বাজারেও সর্বক্ষেত্রে কম্পিউটার জানা আবশ্যক। সেটা কম্পিউটার ভিত্তিক হোক বা না হোক। কম্পিউটার জানলে তার কদর বেশি। তাছাড়া আধুনিক এই যুগের বহুবিধ কার্যক্রম কম্পিটার ভিত্তিক। তাছাড়া কম্পিউটার প্রশিক্ষন নিয়ে যাতে অনেকে ক্যারিয়ার গঠন করতে পারে সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সংগঠনের সদস্যদেরকে কম্পিউটার বিষয়ে অভিজ্ঞ করে তুলতে ৩/৬ মাস মেয়াদী কম্পিউটার কোর্সের চালু করা হয়েছে যা বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান প্রতি ব্যাচে ৪০ টি আসন আছে যা যেকোন সময় বাড়ানো যেতে পারে। অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিক্ষার্থী যারা আর্থিক অনাটনের মধ্যে দিয়ে প্রশিক্ষন গ্রহন করতে আসে তাদেরকে সংগঠনের পক্ষ থেকে সহায়তা প্রদান করা হয় ।

(৩) **সোনামুখ ব্লাড ডোনার ক্লাবঃ**

এক ব্যাগ রক্ত মানে একটি জীবন। রক্ত একটি সাধারণ ব্যাপার ধরে নিলেও প্রয়োজনবোধে সেটি দুর্দীনে অসহায় বা বিপদাপন্নদের পাশে দাড়াতে সোনামুখের ব্লাড ডোনার ক্লাব গঠিত । সংগঠনের সকল সদস্যদের নাম, রক্তের গ্রুপ এবং যোগাযোগের নম্বর দায়িত্ব একজনের কাছে লিপিবদ্ধ করা থাকে এবং কারো প্রয়োজনে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির সহায়তায় রক্তের প্রয়োজনীয়তা পুরন করা হয়। মাঝে মাঝে সংগঠনের পক্ষ থেকে ক্যাম্পেইন করে নতুন সদস্যদের রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করে দেয়া হয় এবং সভা/আলোচনায় মাধ্যমে সদস্যদের ব্লাড ডোনেশন করতে উদ্ধুদ্ধ করা হয় ।

(৪)সোনামুখ মেডিকেল সেবাঃ

সোনামুখ মেডিকেল সেবা সোনামুখ পরিবারের এক অনন্য দৃষ্টান্ড় মূলক সেবা কার্যক্রম বলে মনে করি। যে সেবাটি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গাতে প্ররিচালনা করা হয়ে থাকে। তবে আমার কাছে এই সেবাটির একটি বিশেষ কার্যক্রম হল খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কার্যক্রম, যা এই কার্যক্রমকে সকল কার্যক্রম থেকে একটু ভিন্ন রকমের ছিল এবং বৃহত্তর পরিসরে শুর" করা হয়েছিল। এই কার্যক্রমটার মূল উদ্দেশ্য ছিল রোগীদের সঠিক সেবার নিশ্চয়তা প্রদান করা। যেন কেউ রোগীদের প্রতারিত করতে না পারে অথবা দালালের কবলে না পড়ে। আমরা জানি একজন রোগী তার

সর্বস্ব সম্পদ দিয়ে হলেও সঠিক চিকিৎসা করার চেষ্টা করে। আর আমরা সোনামুখ পরিবার রোগীর সেই সর্বস্ব সম্পদ যেন কোন দালাল বা প্রতারকের কবলে না পড়ে এবং সঠিক সেবা বা চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করার বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখে। যেটা আমার কাছে অন্য কিছুর থেকে ভিন্ন লেগেছে। আর এমন একটি কার্যক্রম বাস্তবায়নে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করেছেন তৎকালীন মাননীয় পুলিশ কমিশনার জনাব মোঃ লুৎফুর কবির স্যার এবং খুলনা মেডিকেল কলেজের তৎকালীন পরিচালক শ্রদ্ধেয় পরিচালক ডাঃ মো মঞ্জুর মোর্শেদ স্যার। সেই সাথে একটি বড় বিষয় হলো মাননীয় পুলিশ কমিশনার স্যার নিজে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এসে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেছিলেন। আমার কাছে মনে হয়েছে তিনি একজন সত্যিকারের মানবিক পুলিশ কমিশনার। আমরা সোনমুখ পরিবার মাননীয় পুলিশ কমিশনার জনাব মোঃ লুৎফুর কবির স্যার এবং খুলনা মেডিকেল কলেজের শ্রদ্ধেয় পরিচালক ডাঃ মো মঞ্জুর মোর্শেদ স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

(৫) সোনামুখ বার্ডস ক্লাবঃ

অতীতের দিকে একটু দৃষ্টি ফেরালেই দেখা যাবে একজন মানুষ অল্প বয়সে যে পাখিগুলো দেখেন, কয়েক বছর ব্যবধানে সেই পাখির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। বর্তমানে সাধারণ মানুষ যেখানে পাখি ধরা বা মারার জন্য ব্যস্ত, সোনামুখ সেখানে পাখির আবাস সৃষ্টিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। গত বছর সংগঠনের পক্ষ থেকে খুলনার সরকারি বিএল কলেজ ক্যাম্পাসে শতাধিক পাখির বাসা তৈরী করে দেওয়া হয়। কিছুদিন পর লক্ষ্য করা যায় বিভিন্ন বাসায় পাখি নীড় গড়ে তোলে যা আজও ক্যাম্পাসে দৃশ্যমান....

(৬) শীতবস্ত্র বিতরণঃ

শীত অঞ্চল ভেদে কম বেশি হতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিভেদে কম বেশি হয় না।অর্থ্যাৎ ধনী গরিব সকলের জন্য সমান। প্রচন্ড শীতের প্রকোপে সহায় সম্বলহীন অসহায় মানুষগুলো যাতে কষ্ট না পায়, সেজন্য মানবিক দিক বিবেচনা করে প্রতিবছর সংগঠন থেকে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। কখনো সংগঠনের সদস্যরা তাদের অপ্রয়োজনীয় পোষাক বিতরণ করেন। কখনো সংগঠনের পক্ষ থেকে কম্বল, উলের জ্যাকেট, পাজামা, বিতরণ করা হয়। মাঝে মাঝে সংগঠনের সদস্যরা গভীর রাতে রাস্তায়, রেলস্টেশনে শুয়ে থাকা মানুষের গায়ে কম্বল ফেলে আসে, আবার কখনো সাংগাঠনিক অফিসে দাওয়াত করে ডেকে এনে হাতে তুলে দেওয়া হয়।

(৭)ক্রিকেট ক্লাবঃ

শরীরকে পূর্ণাঙ্গরুপে ফিট রাখতে খেলার কোন বিকল্প নেই। তাছাড়া সারা বিশ্বে ক্রিকেট অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি খেলা। এই ক্রিকেটের মাধ্যমে বাংলাদেশের লাল সবুজের পতাকাকে বিশ্বের দরবারে সসম্মানে উঁচু হয়ে আছে। আমরা তার সফলতার একটু হলেও অংশীদার হওয়ার প্রত্যয়ে গড়ে তোলা হয়েছে সোনামুখ হিউম্যানিটিরিয়্যান্স (ক্রিকেট ক্লাব)। বাংলার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে অনেক লিজেন্ড ক্রিকেটার যারা তাদের ক্রীড়া নৈপুন্য বিকশিত করার কোন প্লাটফর্ম পাচ্ছে না। আমরা তাদের জন্য উপযুক্ত একটা প্লাটফর্ম তৈরি করছি। যাতে তারা তাদের ক্রীড়া দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে এই প্লাটফর্ম থেকে ছড়িয়ে যেতে পারে বিশ্ব ক্রিকেট অঙ্গনে।

(৮)বন্যার্তদের সহযোগিতাঃ

অবস্থানগত দিক থেকে বলা চলে, প্রায় প্রতি বছরই বন্যা/জলোচ্ছাস এদেশের বুকে আঘাত হানে। বিশেষ করে দেশের দক্ষিণাঞ্চল প্রায় প্রতি বছরই বন্যায় কবলিত হয়। তাদের সেই দুঃসময়ে বন্ধুত্বের হাত বাড়াতে প্রতি বছরই বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। গত ২৩ শে নভেম্বর ২০১৬ তারিখে যশোর মশিহাটি ত্রাণ বিতরণ হয়। সদ্য ৮সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে কেশবপুরে ত্রাণ বিতরণ করা হয়।প্রথমে সংগঠন থেকে একটি টিম জায়গা ও ব্যক্তি নির্বাচন করে আসেন। পরবর্তীতে বাকী সদস্যদের সহযোগিতায় যোগ্য প্রাপকদের হাতে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেয়া হয়।

(৯) সোনামুখ হুমায়ূন আহমেদ স্মৃতি গ্রন্থাগারঃ

গ্রন্থাগারকে বলা হয় জ্ঞানের ভান্ডার যেখানে বই গচ্ছিত থাকে। অনেকের বইপড়ার প্রতি প্রচন্ড আকর্ষণ আছে, কিন্তু বই কিনে পড়ার মত সামর্থ্য নেই। তাছাড়া বই পাঠ করার জন্য চাই নিরব পরিবেশ। সার্বিক বিবেচনায় সংগঠনের সদস্যদেরও মনোজাগতিক দিককে উন্নত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সোনামুখ হুমায়ূন আহমেদ স্মৃতি গ্রন্থাগার। সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে বই বিনিময়ের মাধ্যমে বাৎসরিক বই সপ্তাহ পালন করা হয় যাতে করে আর্থিক দিক থেকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল সদস্যদের সুবিধা হয়। উল্লেখ্য যে, শতাব্দীর কিংবদন্তি লেখক হুমায়ুন আহমেদ এর রচিত সকল বই সহ বিভিন্ন জ্ঞানের বই গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত। সকল সদস্য সেখানে বসে এবং বাড়িতে নিয়ে বই পড়তে পারে।

(১০)বাৎসরিক বৃক্ষরোপন কর্মসূচিঃ

পরিবেশকে দৃষ্টিনন্দন ও বসবাস উপযোগী করে রাখতে বৃক্ষের বিকল্প নেই। তাছাড়া বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গাছ বিশেষ সহায়ক। সার্বিক দিক বিবেচনায় প্রতিবছর সাংগাঠনিক ভাবে গাছ রোপন করা হয়। পরিচর্যার বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে গাছ রোপনের স্থান নির্ধারণ করা হয়। এরপর জায়গা বা জমি ভেদে বৃক্ষ নির্বাচন করা হয়। গত বছর খুলনার মহেশ্বরপাশা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, দৌলতপুরে বৃক্ষরোপন করা হয়। এবছর দৌলতপুরের গাইকুড় এলাকায় শতাধিক কাঁঠালগাছ রোপন করা হয়। গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ থানা আইলা বিধ্বস্ত রাজাপুর গ্রামে পাঁচ শতাধিক গাছ রোপন করা হয়।

(১১) **প্রশিক্ষণ কর্মশালাঃ**

নেতৃত্বগুণ না থাকলে কতৃত্ব করা যায় না। সংগঠনের সদস্যদের নেতৃত্বগুণ সম্পন্ন গড়ে তুলতে প্রতি বছর বিভিন্ন সময়ে কর্মশালা করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। গত ২৯ জুলাই ২০১৬ তারিখ খালিশপুরের প্লাটিনাম অফিসার্স ক্লাবে প্রশিক্ষণ বিষয়ক কর্মশালা করা হয। এবছর খুলনার গন্যমান্য খ্যাতনামা ব্যক্তি বর্গের সহযোগিতায় একাধিকবার প্রশিক্ষণ বিষয়ক সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।

(১২) **গুনীজন ও মেধাবীদের সংবর্ধনাঃ**

প্রবাদে আছে, যেখানে গুনীর কদর নেই, সেখানে গুনীর জন্ম হয় না। সংগঠনের সদস্যদের তথা সকলকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হবার মনোভাব গড়ে তুলতে বিভিন্ন পর্যায়ে সমাজের কৃর্তিমান ব্যক্তিদের ও ভাল ফলাফলকারী শিক্ষার্থীদেরকে সংবর্ধনা দেয়া হয়। তাছাড়া নতুন সদস্যদের সাংগাঠনিকভাবে বরণ করতে নবীন বরণ অনুষ্ঠান করা হয়। গত ৯ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশের ক্রিকেট দলের উজ্জল নক্ষত্র মেহেদী হাসান মিরাজকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়। গত ১মে ২০১৭তারিখে সরকারি বিএল কলেজ খুলনার নবনিযুক্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর সৈয়দ সাদিক জাহিদুল ইসলামকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও সাধুবাদ জানানো হয়। সদ্য নিযুক্ত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ট্রাজেরার অধ্যাপক সাধন রঞ্জন ঘোষকে ১৭ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে ফুলেল শুভেচ্ছা ও সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

(১৩) **পরিবেশগত অবকাঠামো উন্নয়নেঃ**

সোনামুখের শুধু বিদ্যা বুদ্ধি দিয়ে কাজ করে না, বরং শারিরীক শ্রম দিয়েও কাজ করে। গত বছর দৌলতপুর আড়ংঘাটা বাইপাস সড়ক সংস্কার করে। তপ্ত রৌদ্রে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত প্রায় ৬০/৭০ জন সদস্যদের একান্ত সহযোগিতায় কাজটি সম্পন্ন হয়। তার কিছু দিন আগে সরকারি বিএল কলেজ ক্যাম্পাস ময়লা আবর্জনা সাফ করা হয়। এ বছর ২০১৭ সালে ডুমুরিয়া ও দৌলতপুর থানার বিভিন্ন জায়গায় ডাস্টবিন বিতরণ করা হয় যাতে মানুষ যেখানে সেখানে ময়লা না ফেলে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলে।

(১৪) **শিক্ষাবৃত্তি ও আর্থিক সুবিধাদিঃ**

অর্থের অভাবে দারিদ্রতার কারণে যেন বন্ধ হয়ে না যায় কারো শিক্ষা অর্জনের পথ। সেকারণে চালু করা হয়েছে মাসিক শিক্ষাবৃত্তি। প্রতিমাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গরিব শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তি হিসেবে প্রদান করা হয়। গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে বিশ হাজার টাকা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হল যা প্রতি মাসে চলমান থাকবে।তাছাড়া বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের (যেমন ঈদ, পূজা) আগে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। গত ১৪ জুন ২০১৭ তারিখে ঈদ উপলক্ষ্যে চব্বিশ হাজার টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়।তাছাড়া সাময়িকভাবে কারো বই কেনা, নিবন্ধন, ভর্তি ফি, ফরম পুরণ ইত্যাদি উপলক্ষে কেউ সমস্যার সম্মুখিন হলে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

(১৫) **ধর্ম ও মানবতা বিষয়ক সেমিনারঃ**

ধর্ম নিয়ে সংগঠনের সদস্যদের মাঝে ভ্রান্ত ধারনা যেন না থাকে, তাছাড়া অন্যের ধর্মের প্রতি যেন সবাই সহনশীল হয় সেদিক বিবেচনায় মাঝে মাঝে ধর্ম নিয়ে সেমিনার করা হয়। গত ২ মার্চ ২০১৭ তারিখে অধ্যয়ন, গণমাধ্যম ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কেন্দ্র খুলনার সহযোগিতায় সংগঠনের নিজস্ব কার্যালয়ে ধর্মীয় সংলাপ শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়। পরবর্তীতে ১৪ জুন ২০১৭ তারিখে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও বিশিষ্ট শিল্পপতি এ এম হারুনার রশিদ এর সহযোগিতা ও উপস্থাপনায় আরেকটি ধর্ম ও মানবতা শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান ও সমাদর থাকলে কেউ জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ জাতীয় কর্মে লিপ্ত হতে পারে না। তাছাড়া ধর্ম পালনে উদ্বুদ্ধ ও মানবিকতার শিক্ষা দেওয়া হয় এসব সেমিনার থেকে।

(১৬) **সততা চর্চার বিভিন্ন পন্থাঃ**

সংগঠনের সদস্যদেরকে সৃজনধর্মী বিভিন্ন পদ্ধতিতে সততা চর্চা ও মানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়। বিভিন্ন সময়ে লটারির মাধ্যমে সদস্যদের মাঝে বিভিন্ন পরিমাণ টাকা বিতরণ করা হয় এবং সেই টাকা অন্যের উপকারে খরচ করতে বলা হয়।যিনি সবচেয়ে ফলপ্রদ উপকারে ব্যয় করেন, তাকে পুরষ্কারের ঘোষণা দেওয়া হয়। গত ৪মে ২০১৬ তারিখে এমন খেলা আয়োজন করা হয়। অন্যদিকে এবছর রমজান মাসে বাচ্চাদের মাঝে ফল বিতরণ করে তার একটা নির্দিষ্ট অংশ নিজেকে ভক্ষণ করতে বলা হয় এবং বাকী অংশটুকু অন্যকে খাওয়াতে বলা হয়। এভাবে চলে সততা চর্চা ও পরোপকারে আত্মনিয়োগ উদ্বুদ্ধকরণ।

(১৭) **সৌন্দর্যবর্ধনে কর্মকান্ডঃ**

সোনামুখ সৌন্দর্যের পুজারি। মানুষকে আনন্দ দিয়ে আমরা আনন্দ অনুভব করি। সুন্দরকে দেখে মনে ধারণ করার প্রত্যয়ে খুলনার সরকারি বিএল কলেজ ক্যাম্পাসে গড়ে তোলা হয়েছে দৃষ্টিনন্দন **"সোনামুখের দেশ"** পার্ক।

(১৮) **সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চাঃ**

সাহিত্য ও সংস্কৃতি হল কোন একটি সত্তা বা জাতির ধারক ও বাহক। তাই প্রতি বছর বিশেষ বিশেষ দিনগুলি তাৎপর্যপূর্ণভাবে পালন করে। ১লা বৈশাখ, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২৬মার্চ, ১৬ই ডিসেম্বও ও অন্যান্য গুরুত্ববহ দিনগুলো শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে পালন ও লালন করে। গত ৪অক্টোবর ২০১৬ তারিখে প্রয়াত কবি সৈয়দ শামসুল হক স্মরণে শরতের কবিতা পাঠের আসর করা হয়। গত ১৬ই ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে বিজয় দিবসে সাংগাঠনিকভাবে শহীদ মিনারে পুস্প অর্পণ করা হয়।

(১৯) **বার্ষিক বনভোজনঃ**

বার্ষিক বনভোজন হল সারা বছরের সকল কর্মব্যস্ত মন-শরীরকে একটু আরাম প্রমোদ দেওয়ার কর্মসূচি। এটা সারা বছরের ক্লান্তি দূর করে মানসিক প্রশান্তি দেয়। শুধু তাই নয়, এটা বছর শেষে একটা মিলন মেলাও বটে। এখানে অনেক গুণীজনদের আগমন ঘটে। পাশাপাশি, কোন একটি ঐতিহাসিক স্থান সম্পর্কে জানা যায়। যা আমাদের পিপাসিত জ্ঞান ভান্ডারকে একটু হলেও সমৃদ্ধ করে।

(১২) **ইফতারপার্টিঃ**

সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রয়াত পিতা ও মাতার আত্মার মাগফিরাত কামনায় প্রতিবছর রমজান মাসে সাংগাঠনিকভাবে ভিন্নধর্মী ইফতার ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে খুলনার অপেক্ষাকৃত হত দরিদ্র ও বস্তির ছেলে মেয়েকে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়। এবছর ১১ জুন ২০১৭ তারিখে খালিশপুর ওয়ান্ডারল্যান্ড পার্কে রোজ মেরী পাইলট স্কুলের প্রায় পাঁচ শতাধিক মিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে আট শতাধিক মানুষের ইফতার পার্টি অনুষ্ঠিত হয়। কোন কোন রমজানে গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে ইফতার সামগ্রি বিতরণ করা হয়।

(২১) মোঃ আনোয়ারুল ইকবাল শিক্ষা বৃত্তিঃ

সোনামুখ পরিবারের নানামুখি কর্মকান্ডে দীর্ঘদিন যাবৎ সম্পৃক্ত ছিলেন বাংলাদেশ পুলিশের খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব প্রাক্তন ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইকবাল বিপিএম (বার), পিপিএম। পরবর্তীতে তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারে উপদেষ্টা হিসেবে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর জিবদ্দশায় তিনি কয়েকবার এই সোনামুখ পরিবারের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে স্ব-পরিবারে অংশগ্রহন করেন। তিনি তার নিজের পরিচয় গোপন করে সোনামুখ পরিবারের মাধ্যমে অনেক ছেলেমেয়ের শিক্ষা ব্যয় বহন করতেন। গত ১৫/০১/১৫ তারিখে তাঁর অকাল মৃত্যুতে সোনামুখ পরিবার অভিভাবকশূণ্য হয়ে পড়ে। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর প্রিয় সহধর্মীনি মিসেস ডোরা আনোয়ার ও স্নেহভাজন কন্যা ফাবিন আনোয়ার ও তাহসিন আনোয়ার সোনামুখের সাথে একাত্ব হয়ে পুনরায় কাজ শুরু করেছেন। মরহুম মোঃ আনোয়ারুল ইকবালের স্মৃতির স্মরণে সোনামুখ পরিবারের মাধ্যমে চালু করা হয়েছে মোঃ আনোয়ারুল ইকবাল শিক্ষাবৃত্তি। এই বৃত্তির টাকা প্রতি মাসে গরিব ও মেধাবি ছাত্র-ছাত্রীদের বিতরণ করা হচ্ছে।

এছাড়াও ফাবিন আনোয়ার সোনামুখ পরিবারের মাধ্যমে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুম ও কম্পিউটার বিষয়ক একটি পাইলট প্রজেক্ট চালু করতে যাচ্ছেন। মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুম ও কম্পিউটার বিষয়ক পাইলট প্রজেক্ট চালু হবার পর খুলনা সহ দক্ষিণ পশ্চিম এলাকার সকল ছাত্র-ছাত্রী এখান থেকে নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবে।

(২২) শেখ আব্দুর রশিদ শিক্ষাবৃত্তিঃ

সোনামুখ পরিবারের সাথে একাত্ব হয়ে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব এস এম ফেরদৌস রাশিদী তাঁর প্রয়াত পিতার নামে চালু করেছেন শেখ আব্দুর রশিদ শিক্ষা বৃত্তি। প্রতিমাসে গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনমত অর্থ এই তহবিল থেকে সোনামুখ পরিবারের মাধ্যমে বৃত্তি দেওয়া হয়।

(২৩) <u>শেখ মোঃ আসলাম শিক্ষা বৃত্তিঃ</u>

বাংলাদেশ ফুটবলের কিংবদন্তী খুলনার গর্ব শেখ মোঃ আসলাম। তিনিও তার পরিবার সোনামুখ পরিবারের দীর্ঘদিনের সহযোদ্ধা। তিনি সোনামুখ পরিবারের সকল কর্মকান্ডে শতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ করে আসছেন। তার পরিবারের পক্ষ থেকে শেখ মোঃ আসলাম শিক্ষা বৃত্তি চালু করার প্রস্তাব করেছেন। ইতোমধ্যে এই পরিবারের সহায়তায় সোনামুখ পরিবার বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছে।

(২৪) <u>সাইবার পল্লীঃ</u>

ডঃ ইঞ্জিনিয়ার বিভূতি রায়। তিনি দীর্ঘদিন জার্মানীতে অধ্যাপনা করছেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় তিনি গড়ে তুলেছেন নানাবিধ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। বিশেষ করে জন্মভূমি খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা থানার খলশী বুনিয়া গ্রামে। তার প্রতিষ্ঠিত সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ও কর্মকান্ড ভাষায় বর্ণণাতীত। এই মহান ব্যক্তি সোনামুখ পরিবারের কর্মকান্ডে মুগ্ধ হয়ে একসাথে কাজ করছেন। তার পরামর্শ ও অর্থায়নে চলছে সাইবার পল্লী-২। দিন দিন এর কর্মপরিধি আরো বিস্তার লাভ করবে।

প্রতিটি সেচ্ছাসেবী সংগঠনই সমাজ পরিবর্তনে কাজ করে থাকে, তবে "সোনামুখ পরিবার" সমাজ পরিবর্তনে যেভাবে কাজ করে তা নিচে উপস্থাপন করা হলো।

- **বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রশিক্ষনঃ**

  সোনামুখ পরিবার বর্তমান ডিজিটাল যুগে সমাজের পরিবর্তনের বিজ্ঞান ভিত্তিক চিন্তা ভাবনা করে এবং প্রশিক্ষনের মাধ্যমে সমাজে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছে।

- **পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিঃ**

  যে কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীর জ্ঞান ও দক্ষতা প্রশিক্ষনের মাধ্যমে গ্রহন করে সমাজে পরিবর্তনের জন্য ভূমিকা রাখে।

- **অভিজ্ঞতা বিনিময়ের কেন্দ্রস্থলঃ**

  বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ কর্মকর্তা কর্মচারীদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সমাজ বিনির্মানে এগিয়ে চলে সমাজ পরিবর্তনে কার্যকারি ভূমিকা রাখে।

- **সমন্বয়ধর্মী জনকাঠামো গড়ে তোলাঃ**

  কার্যরত এলাকায় একটি সমন্বয়ধর্মী জনকাঠামো গড়ে তোলা। যার ফলে প্রশিক্ষন দিয়ে মাঠ পর্যায়ে কাজ সহজ করে দেওয়া। যাতে করে মাঠপর্যায়ের জনবল সম্প্রসারনে সহজ হয়ে যায়।

- **কাজের গতি ও মান বৃদ্ধিঃ**

  কাজের গতি ও মান বৃদ্ধিতে নজর দিয়ে দ্রুত কোন সমস্যা সমাধানে চেষ্টা করা এবং সেই সাথে দায়িত্বরত সেচ্ছাসেবীদের ক্রম বিকাশের প্রতি লক্ষ্য দেওয়া।

- **লক্ষ্যমাত্রা অর্জনঃ**

  আমাদের প্রতিটি কাজের পেছনে একটি লক্ষ্যমাত্রা থাকে। যা আমরা অর্জনে সচেষ্ট থাকি এবং বাস্তবায়নে সক্ষম হতে চেষ্টা করি।

- **সমাজ কর্মের জ্ঞান অনুশীলনঃ**

  সমাজের পরিবর্তন বয়ে আনতে হলে সমাজকর্মের জ্ঞান অবশ্যই প্রয়োজন তাই সোনামুখ পরিবার সমাজকর্মের জ্ঞান অনুশীলন করে এবং সঠিক ভাবে সমাজ পরিবার্তনে অগ্রগামী হয়।

- **সহজ ও সাবলীল প্রশিক্ষন কর্মসূচীঃ**

  একাডেমীর শিক্ষার পাশাপাশি প্রতিটি মানুষের আলাদা কিছু প্রশিক্ষন প্রয়োজন হয়। যা সোনামুখ পরিবার সাধ্যমত প্রশিক্ষন দিয়ে থাকে, যার ফলে কিছু বিষয় প্রশিক্ষনের অন্তভূক্ত করা হয়েছে। বিষয়গুলো হলো : দলীয় আলোচনা, অনুশীলন, বক্তৃতা, নাট্য প্রদর্শনী, শিক্ষা সফর প্রভৃতি যা সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সমাজের উপর প্রভাব ফেলে পরিবর্তনে কাজ করে।

- **মানব সম্পদের উন্নয়নঃ**

"দেশ আমাকে কি দিল
সেটা বড় বিষয় না
আমি দেশকে কি দিতে পারলাম
সেটা বড় বিষয়"

এই চিন্তা ভাবনা নিয়ে সমাজ বিনির্মানে "সোনামুখ পরিবার" মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে। এবং যার প্রভাব সমাজের উপর প্রতিফলিত হয়ে থাকে।

- **জনগনের অংশগ্রহনঃ**

  কার্যরত এলাকার জনগনের অংশগ্রহন আমরা বড় করে দেখি এবং তাদের সাথে সমন্বয় করে সকলকে নিয়ে একযোগে কাজ করি।

- **সম্পদের সদ্ব্যবহারঃ**

  যার যেটুকু সম্পদ আছে তাই নিয়ে স্বাবলম্বী হতে হবে। এমন চিন্তা ভাবনা সকলের মধ্যে জাগ্রত করে তোলা এবং সঠিক ভাবে সেই সম্পদ ব্যবহার করা।

এছাড়াও আরো বিভিন্ন ভাবে "সোনামুখ পরিবার" সমাজের পরিবর্তন বয়ে আনতে বিভিন্ন ভাবে কাজ করে থাকে।